ঝিনাইদহের হাটগোপালপুরে আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ সমাবেশ

আলজাজিরা টেলিভিশনে মিথ্যা সংবাদ প্রচার ও ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ সশাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকালে সদর উপজেলার পূর্বাঞ্চল আওয়ামী লীগের আয়োজনে হাটগোপালপুর বাজারে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
পদ্মাকর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি সাহাবুদ্দিন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে ইউপি চেয়ারম্যান সৈয়দ নিজামুল গনি লিটু’র পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌরসভার মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি তৈয়ব আলী জোয়ার্দ্দার। এছাড়াও যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মাসুদ আহমেদ সঞ্জু, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক এস এম আনিছুর রহমান খোকা, হরিণাকুণ্ডু উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের উপ-দপ্তর সম্পাদক জাহাঙ্গীর হুসাইন, জজ কোর্টের জিপি এ্যাড. বিকাশ কুমার ঘোষ, আওয়ামী লীগ নেতা গোলাম সরোয়ার খান সউদ, সদর থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জে এম রশীদুল আলম, পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, জেলা পরিষদের সদস্য ইমাজুল হক, ফুরসন্ধি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এ্যাড. আব্দুল মালেক মিনা, নলডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কবির হোসেন, দোগাছি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ইছাহাক আলী জোয়ার্দ্দার, কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আশরাফুল ইসলাম, সাধুহাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কাজী নাজির উদ্দিন, হরিশংকরপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল মাসুমসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও সহযোগি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
এ সময় প্রধান অতিথি বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ আরও এক ধাপ উন্নয়নের শিখরে পৌঁছাবে। সকল ভেদাভেদ ভুলে তৃণমূল নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে আওয়ামী লীগকে আরও শক্তিশালী করতে সকলের প্রতি আহবান জানান। এছাড়াও বক্তারা আলজাজিরাকে জঙ্গিবাদি টেলিভিশন উল্লেখ করে বাংলাদেশে সম্প্রচার বন্ধের দাবি জানান।

আলী মুনছুর বাবুর খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের সাথে সাক্ষাৎ

খুলনা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ইসমাইল হোসেন (এনডিসি)’র সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু। গতকাল শনিবার বেলা ৩ টার দিকে খুলনা বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎ কালে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু দামুড়হুদা উপজেলাকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে সকল উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের চিত্র তুলে ধরেন।

হরিজন শিশুদের জন্য স্কুল তৈরি করলো নারী বাতায়ন

সুবিধাবঞ্চিত হরিজন শিশু। পড়ালেখার সুযোগ হয় না তাদের। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে বেড়ে ওঠে ওরা। দলিত এই জনগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য কুষ্টিয়া শহরের পাঁচ রাস্তার মোড়ের পাশে ‘মঙ্গলালোকে’ নামের একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। সমাজের অবহেলা আর বৈষম্যের শিকার এ শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়াতেই স্কুলটি গড়ে তুলেছেন মৌবন পরিচালিত নারী বাতায়ন নামের এক সংগঠন।
খোলা আকাশের নিচে চট বিছিয়ে বসে পড়ালেখা করবে হরিজন সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা।
গতকাল শনিবার বিকেলে সেখানকার অর্ধশতাধীক শিশুদের মাঝে খাতা, কলম, রং পেন্সিল, স্কেল, শিক্ষা উপকরণ, স্কুল ব্যাগ, খেলাধুলার জন্য ফুটবল ও লুডু বিতরণ করা হয়।

এ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে নারী বাতায়নের এ্যাডমিন মোস্তাফা স্বপ্নীল, নারী বাতায়নের কর্মকর্তা আশিকুজ্জামান রনি, মৌবনের এক্সিকিউফ অফিসার মীর তনিমা, অনিক মাহমুদ, শিক্ষক শিলা আক্তার, জাতীয় শিশু সংগঠন (এনসিটিএফ) কুষ্টিয়ার সাধারণ সম্পাদক লামিয়া সুলতানা পাবনি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
এরআগে এখানে একটি এনজিও দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলো। কিন্তু কয়েক বছর ধরে সেটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ছিলো শিশুরা।
আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর স্লোগনকে সামনে রেখে ‘মঙ্গলালোকে’ নামে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবে এবং সুন্দর হাতের লেখা ও ছবি অঙ্গন শিখবে হরিজন সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা।
লেখাপড়া করে অনেক বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখছে এ স্কুলের শিক্ষার্থী সিবা বাঁসফোর, অনিল বাঁসফোরসহ আরও অনেকে।
বাসিন্দা অভিভাবক বেগম বাঁসফোর বলেন, হরিজন সম্প্রদায়ের পড়াশোনা-বঞ্চিত ছেলেমেয়েরা এ স্কুলটিতে এখন পড়তে পারবে। এ যেন আমাদের খুশীর সংবাদ। আগে এ সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা থেকে পিছিয়ে ছিল কিন্তু মৌবনের উদ্যোগে নারী বাতায়ন এখানে আমাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করায় তাদের ধন্যবাদ।
নারী বাতায়নের সভাপতি ও মৌবনের নির্বাহী পরিচালক সাফিনা আন্জুম জনী বলেন, এ সম্প্রদায়ের শিশুরা অবহেলিত ও বৈষম্যের শিকার। তাদের পড়ালেখায় পারদর্শী করে তুলতে পারলেই তারা মানুষের মতো মানুষ হবে। তিনি আরও বলেন, হরিজন আমাদের দেশে একটি অবহেলিত সম্প্রদায়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানসহ সব সুবিধা হতে তারা বঞ্চিত। হরিজন সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের মতো বাঁচার অধিকার রয়েছে। এটি সকলকে ভেবে দেখতে হবে।’ আমরা আমাদের সাধ্যমতো হরিজন সম্প্রদায়ের কোমলমতি শিশুদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে সব ধরনের সহযোগিতা চেষ্টা করবো বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
নারী বাতায়নের কর্মকর্তা আশিকুজ্জামান রনি বলেন, হরিজন শিশুদের বর্ণমালা শেখার আগ্রহ আছে। কিন্তু বয়স্কদের মধ্যে অধিকাংশেরই শিক্ষা না থাকায় শিশুদের পড়াশোনা করানোর বিষয়ে তাঁদের আগ্রহ কম। এই নারী বাতায়নের মাধ্যমে তারা অন্তত প্রাথমিক শিক্ষাটা সম্পন্ন করতে পারবে।

চুয়াডাঙ্গায় ট্রাক চালককে গুলি করে হত্যার চেষ্টা, আটক-১

চুয়াডাঙ্গায় পূর্ব বিরোধের জেরে সাচ্চু রহমান (৪০) নামে এক ট্রাক চালককে গুলি করেছে প্রতিপক্ষের লোকজন। পরে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত বাকের আলীকে আটক করেছে পুলিশ। তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ছয় রাউন্ড গুলি ও একটি ম্যাগজিন।
গতকাল শনিবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে চুয়াডাঙ্গা বাস টার্মিনাল এলাকায় এই ঘটনা ঘটে
আহত ট্রাক চালক সাচ্চু রহমান চুয়াডাঙ্গা পৌর শহরের মাঝের পাড়ার মৃত আরিফিন শেখের ছেলে।
গুলিবিদ্ধ ট্রাক চালক সাচ্চু রহমানকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক।
স্থানীয়রা জানান, বেশ কিছুদিন থেকে নুরনগর কলোনীপাড়ার মৃত সুসাহেবের দুই ছেলে শাকের (৩৫) ও বাকেরের (২৮) সঙ্গে টাকা লেনদেনসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ট্রাক চালক সাচ্চু রহমানের বিরোধ চলে আসছিলো। বিকালে চুয়াডাঙ্গা বাস টার্মিনালে ট্রাক নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো চালক সাচ্চু রহমান। এ সময় দুই ব্যক্তি এসে তাকে সটগান দিয়ে গুলি করে পালিয়ে যায়। এতে গুরুতর জখম হন সাচ্চু। পরে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নেয়া হয়।
সদর হাসপাতালের চিকিৎসক সার্জারি বিভাগের সিনিয়র কনসালটেন্ট ডা. ওয়ালিউর রহমান নয়ন জানান, সাচ্চু রহমানের তল পেটের বাম দিকে একটি গুলিবিদ্ধ রয়েছে।
তার অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। তাই তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।
এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু জিহাদ ফকরুল আলম খান জানান, ঘটনার পর নুরনগর এলাকার একটি ভুট্টা ক্ষেতে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত বাকের আলীকে আটক করা হয়েছে। উদ্ধার করা হয় ছয় রাউন্ড গুলিসহ একটি ম্যাগজিন। শাকের অস্ত্রসহ এখনও পলাতক রয়েছে।
চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলা জানান, মূলত পূর্ব বিরোধের

জেরেই ওই ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার পর বাকেরকে আটক করা হয়েছে। পলাতক শাকেরকে ধরতে কাজ করছে জেলা পুলিশের একাধিক দল। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

কালীগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে বিজিবি মোতায়েন

রাত পোহালেই কালীগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচন। কালীগঞ্জ পৌরবাসী পেয়ে যাবেন আগামী ৫ বছরের জন্য নগরপিতা। এবারই প্রথম এ পৌরসভায় ইভিএম মেশিনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।
কালীগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচনে ৪ জন মেয়র প্রার্থী প্রতিদ্বন্দি¦তা করছেন। তারা হলেন- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের আলহাজ্ব মাহাবুবার রহমান, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের আশরাফুল আলম আশরাফ, স্বতন্ত্র নারিকেল গাছ প্রতীকের এনামুল হক ইমান ও ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন মনোনীত হাত পাখা প্রতীকের নুরুল ইসলাম।
৫ম ধাপে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ নির্বাচনের ভোট গ্রহণের জন্য কেন্দ্রে সরঞ্জাম পৌঁছিয়েছে। গতকাল শনিবার দুপুর ২টা থেকে উপজেলা রিটানিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে ইভিএম মেশিন, ট্যাব সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়েছে ।
জেলা রিটানিং কর্মকর্তা রোকুনুজ্জামান জানান, ভোট কেন্দ্রে বিজিবি, পুলিশ, আনসার, স্ট্রাইকিং ফোর্স, মোবাইল কোট টিম, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা হয়েছে। কালীগঞ্জে প্রথম ইভিএম পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে ।
ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে পৌরসভা নির্বাচনে ৪ জন মেয়র প্রার্থী, ৯টি সাধারণ ওয়ার্ডে ৪৭ জন পুরুষ কাউন্সিলর ও ৩টি সংরক্ষিত আসনে ৯ জন মহিলা কাউন্সিলর প্রার্থী প্রতিদ্বন্দি¦তা করছেন। কালীগঞ্জ পৌর এলাকায় ৩ প্লাটুন বিজিবি মোতায়ন করা হয়েছে ।
কালীগঞ্জ পৌরসভায় মোট ভোটার ৪০ হাজার ৫৭৭ জন। এর মধ্যে পুরুষ ২০ হাজার ১৫৬ জন এবং মহিলা ২০ হাজার ৪২১ জন।

দামুড়হুদা উপজেলা শাখার আয়োজনে জাসদের মানববন্ধন কর্মসূচি পালন

দামুড়হুদায় বাংলাদেশ জাসদের দামুড়হুদা উপজেলা শাখার আযোজনে ইউনিয়ন পরিষদসহ সকল স্থানীয় সরকারের দলীয় মার্কা মুক্ত নির্বাচনের দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন।
জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলা সদরের চৌ-রাস্তার মোড়ে বিকার ৫ টার দিকে বাংলাদেশ জাসদের চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলা শাখার আযোজনে এ মানববন্ধন কর্মসূচি উপজেলা জাসদ নেতা আতিয়ার রহমান তেলার সভাপতিত্বে পালন করা হয়েছে। মানববন্ধন কর্মসূচি প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ জাসদের কেন্দ্রীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা আনোয়ারুল ইসলাম বাবু।
মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন জাসদের চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শামসুল আলমসহ উজ্জ্বল, রোকন, আশরাফুল আলম, তারিকুল রহমান প্রমুখ। মানববন্ধন কর্মসূচির বক্তব্যে আনিয়ারুল ইসলাম বাবু ইউনিয়ন পরিষদসহ সকল স্থানীয় সরকারের দলীয় মার্কা মুক্ত নির্বাচনের দাবীর জোর দাবী জানন।
এ সময় তিনি কৃষক ভাইদের লক্ষ্যে দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু, উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান ও উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মনিরুজ্জামানের উদ্দেশ্য করে বলেন কৃষকরা যাতে করে তাদের উৎপাদনকৃত মূল্যবান ফসল ন্যায্যমূলে বিক্রয় করতে পারেন সে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখার জন্য অনুরোধ করেন। ধানের সীজনে সরকারের নির্ধারিত মূল্যে ধান বিক্রয়ের স্লিপ যাতে প্রকৃতি কৃষক ভায়েরা পেয়ে উপকৃত হতে পারেন তার সুব্যবস্থা করার দাবী জানান।

ভেড়ামারায় শেষ হলো ৩ দিনব্যাপী উদ্যোক্তা মেলা

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলা চত্বরে কুষ্টিয়া অনলাইন উদ্যোক্তা পরিবার (কুউপ) আয়োজিত সৃজনশীল উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে তিন দিনব্যাপী উদ্যোক্তা মেলার শেষ হয়েছে।
গতকাল শনিবার দুপুরে ভেড়ামারা উপজেলা মিলনায়তনে সমাপনী ও সেরা স্টলদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।
পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভেড়ামারা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী আক্তারুজ্জামান মিঠু, ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সোহেল মারুফ, ভেড়ামারা প্রেস ক্লাবের সভাপতি জাহাঙ্গীর হোসেন জুয়েল, ভেড়ামারা কলেজের ইংরেজী বিভাগের প্রভাষক মোস্তাফিজুর রহমান শামীম, প্রবীণ শিক্ষক বিনোদ কুমার বিশ্বাস, ইঞ্জিনিয়ার রতন, সুলতান, রানা মন্ডল ও শরিফুল ইসলাম প্রমুখ। বক্তারা বলেন, সৃজনশীল উদ্যোক্তারা দেশে নতুন করে কর্মসংস্থান তৈরি করে অর্থনীতিতে অবদান রাখবে। শুধু তাই নয়, আরও মানুষের কর্মসংস্থানও সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। বক্তারা আরও বলেন, একজনের অর্থনৈতিক-সামাজিক স্বচ্ছলতা না থাকতে পারে, কিন্তু যখন তার একটা বড় স্বপ্ন আছে, তিনিও সফল উদ্যোক্তা হওয়ার সমান সম্ভাবনা রাখেন। মালদ্বীপ প্রবাসী জীবন রহমান মহন এর সৃষ্টি কুষ্টিয়া উদ্যোক্তা পরিবার (কুউপ) গ্রুপের এই মেলায় ৪০টি স্টল স্থান পেয়েছে।
সেরা স্টল হিসেবে প্রথম স্থান অধিকার করেন ঐতিহ্যর সমাহার, ২য় স্থান অধিকার করেন অঙ্গন বুটিকস এন্ড ব্যাগ হাউজ, ৩য় স্থান অধিকার করেন চিকেন হোম ডেলিভারী। তিন দিনের এই মেলায় উপচে পড়া ভীড় ছিলো।
কুষ্টিয়া উদ্যোক্তা পরিবার (কুউপ) এর প্রধান (ক্রিয়েটর) মালদ্বীপ প্রবাসী জীবন রহমান মহন মুঠোফোনে জানান, ‘করোনার প্রথম দিকে নতুন উদ্যোক্তারা যখন এক প্রকার দিশেহারা হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আমরা অনুধাবন করি যে আমাদের একটি প্ল্যাটফর্ম প্রয়োজন। এই প্ল্যাটফর্মের উদ্দেশ্য হলো দক্ষ উদ্যোক্তা তৈরি করা ও তাদের নিজেদের পণ্যের ব্র্যান্ডিং সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সাহায্য করা।
আমরা অনলাইনের মাধ্যমে সে সময় থেকে আমাদের সদস্যদের নিয়ে কর্মশালা এবং কীভাবে প্রোডাক্ট সেলিং, মার্কেটিং, সোর্সিং, প্রাইজিং হয়, এসব বিষয়ে অনেকবার জুম মিটিং করেছি। এছাড়াও ‘আমাদের

কাজ হলো তরুণদের ঠিকভাবে দিক নির্দেশনা দেওয়া। এজন্যই সবাইকে এক ছাদের নিচে আনার প্রচেষ্টা করেছি।’ সর্বপরি সফলও হয়েছিলো। করোনারর সময় থেকে এই গ্রুপ খোলার পর অনেকেই ঘরে বসে বিভিন্ন খাদ্যপণ্য থেকে শুরু করে ব্যবহার্য সবই পেয়েছে এই গ্রুপের মাধ্যমে। এতে করে একদিকে যেমন মানুষের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়েছি অপরদিকে অনেকর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি। আর তিন দিন ব্যাপী আজকের এই মেলার সমাপনীতে অবশ্যই সাফল্য লাভ করেছি।

দামুড়হুদার লোকনাথপুরে স্বামীর নির্যাতনে দুই সন্তানের জননীর মৃত্যু

দামুড়হুদার লোকনাথপুরে স্বামীর নির্যাতনে দুই সন্তানের জননীর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় ঘাতক স্বামী জাহান আলী পালাতক থাকলেও আটক করা হয়েছেন শাশুড়িকে।
ঘটনাটি ঘটেছে গত শুক্রবার রাতে, চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার লোকনাথপুরে। নিহত গৃহবধূ নুরজাহান খাতুন (৪২) দু’সন্তানের জননী।
নিহতের মা রহিমন বেগম জানান, তার মেয়েকে জামাই জাহান আলী ও তার শাশুড়ি নুরজাহান প্রায়ই নির্যাতন করতো।
নিহতের ভাই সুন্নত আলী জানান, এর আগে একবার আমার বোনকে তালাক দিয়েছিল। দুটি সন্তানের কথা ভেবে আবারও সংসার পাতিয়ে দেয় এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। তবে জাহান আলী ছিল খুবই পাষণ্ড। আমার বোনটাকে সে মারধর করতো।
হাউলী ইউপি’র মেম্বর রিকাত আলী বলেন, গত রাতে সদর হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল গৃহবধূ নুরজাহানকে। এরপর সেখানে ভোর রাত ৪ টার দিকে মারা যায়। খবর পেয়ে সকালে দেখতে আসি।
নিহত গৃহবধূর শরীরের সমস্ত জায়গায় নির্যাতনের চিহ্ন রয়েছে। মাথায় ও চোখে নির্মমভাবে আঘাত করা হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করেছে। লাশ উদ্ধার করে

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।
এ ঘটনায় নিহতের ভাই সুন্নত আলী বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ে করেছে। এ ঘটনায় সিনিয়র সার্কেল (দামুড়হুদা-জীবননগর) আবু রাসেল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি আব্দুল খালেক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

পরীক্ষার দাবিতে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

চলমান পরীক্ষাগুলো স্থগিতের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ও মার্চেই পরীক্ষা নেওয়ার দাবিতে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থীরা।
গতকাল শনিবার বেলা ১২টায় ব্যানার, প্লাকার্ড নিয়ে কলেজের প্রধান ফটকের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে তারা পরীক্ষার দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন।
আন্দোলনরত শিক্ষার্থী অমিত হাসান বলেন, মার্চ মাসের মধ্যেই তাদের পরীক্ষা নিতে হবে। করোনার কারণে এখন আর কোনও কিছুই থেমে নেই। ২০১৮ সালের পরীক্ষা আমরা ২০২১ সালে দিচ্ছিলাম। সেটাও মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেছে। বিসিএস পরীক্ষা হয়েছে, আমাদের পরীক্ষা কেন থামানো হলো। আমাদের পরীক্ষা স্থগিত করে শিক্ষাজীবন ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
শারমিন আক্তার বলেন, দাবি মানা না হলে আমরা ঘরে ফিরে যাবো না। কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের সামনে এই আন্দোলনে মাস্টার্স শেষ বর্ষের ২০ থেকে ২২ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন।

দামুড়হুদায় বসন্তের আগমনে গাছে গাছে শোভা পাচ্ছে আমের মুকুল

দামুড়হুদায় বসন্তের সাথে সাথে আম গাছগুলোতে দেখা মিলছে প্রচুর আমের মুকুল। মুকুলের গন্ধে মুখরিত দামুড়হুদা উপজেলার গ্রাম-গঞ্জ। মুকুল থেকে চলছে মৌমাছির মধু সংগ্রহের উৎসব।
উপজেলা সদরসহ সকল গ্রামের আম গাছগুলতে মুকুলে ভরপুর। বাতাসে মুকুলের সুবাস বইছে। মুকুলগুলো যেনো নষ্ট না হয় সে জন্য ইতোমধ্যে বাগান মালিকরা বাগান পরিচর্যার ব্যস্ত সময় পার করছেন। শোনা যাচ্ছে কোকিলের মিষ্টি ডাক আর মৌমাছির গুঞ্জন। মুকুলের মিষ্টি ঘ্রাণ যেন জাদুর মতো কাছে টানছে তাদের। গাছের প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় চলছে ভ্রমরের সুরব্যঞ্জনা।
উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে দেখা গেছে, বাগানসহ কিছু কিছু বাড়ির উঠানে আম গাছে শোভা পাচ্ছে মুকুল। বাতাসে মুকুলের সুবাসিত পাগল করা ঘ্রাণ। গাছের আমপাতার সবুজ বিছানায় মুকুলের সোনালি রেণু যেন ফুলশয্যা সাজিয়েছে ফাগুনের। সেই সঙ্গে বিদায় নিচ্ছে শীতকাল। তবে আবহাওয়ার ওপর আমের ফলন নির্ভর করে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এ বছর আমের ফলন ভালো হবে বলে মনে করছেন আম চাষিরা।
বাগান মালিকরা জানান, আগাম মুকুল দেখার পর তারা অনেক খুশি। এই মুকুল টিকে থাকলে এবার আমের বাম্পার ফলন পাওয়া যাবে। তবে ঘন কুয়াশা থাকলে মুকুল পচে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। দামুড়হুদা সদরের আম চাষী আকতার মন্ডল বলেন, গতবছর ৭ বিঘা জমিতে আম বাগান ছিলো যা আম্পান ঝড়ের কারণে ব্যাপক ক্ষতি হয়, তাতে করে আমি গত বছর মোটা অংকে ক্ষতিতে ছিলাম।
৪ দাগে ১৪ বিঘা জমিতে এবার আম্রপালিও হিমসাগর গাছ লাগিয়েছি। বর্তমানে আম গাছে যাতে কনো পোকার আক্রমণ বা মুকুল নষ্ট না হয় সেজন্য ঔষধ দিয়ে পরিচর্যা করছি। মুকুলের পরিমাণ মোটামুটি ভালো আছে। আবহাওয়া শেষ পর্যন্ত ভালো থাকলে এ বছরে গত বছরের ক্ষতি তুলে লাভবান হতে পারবো।
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জানান, আমরা সব সময় আম চাষীদের সকল ধরনের পরামর্শ দিয়ে সহযোগীতা করছি। প্রয়োজনে আমরা সব সময় তাদের পাশে আছি। এ বছরে উপজেলাতে ৭৯৫ হেক্টর জমিতে আম চাষ হয়েছে।